দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

149

বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ প্রসঙ্গে

মুহাম্মদ আকরাম হোসেন

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কথাটি আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনে হরহামেশা বলেও থাকি। কিন্তু এই সাথে একটি জিনিস আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, শিক্ষার আসল কারিগর শিক্ষকদেরকে নিগৃহীত করে, তাদের প্রতি অবহেলা ও অবিচার করে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কল্যাণ হতে পারে না। বিগত পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার জন্য ম্যাট্রিকুলেশানকে এসএসসি, ইন্টারমিডিয়েটকে এইচএসসি ইর্ত্যাদি কত কি করা হয়েছে। পূর্বের বই-পুস্তক ঢালাওভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের কলা-বিজ্ঞান-কৃষি-বাণিজ্য বিভাগ পরিবর্তন করে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এসবের মাধ্যমে সার্বিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কতটুকু উন্নতি হয়েছে? আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের এক সর্বনাশা সমস্যা হলো বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বাঁচা-মরার সমস্যা। দেশে সরকারী ও বেসরকারী দুই ধারার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি চলছে। একদিকে সরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা বাৎসরিক বৃদ্ধিসহ প্রতিমাসে দুই-দশ হাজার টাকা বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, পোষ্য ভাতা, চাকরি শেষে পেনশান, লক্ষ লক্ষ টাকার গ্রাচুইটি ইত্যাদি পান। আর অন্যদিকে তারই পাশে একই বা উচ্চতর শিক্ষা যোগ্যতা এবং একই শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষকরা মাসে সর্বসাকুল্যে দুই-তিন হাজার বা তারও কম টাকা বেতন পান। বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, পেনশান, পোষ্য ভাতা, গ্রাচুইটি কিছুই পান না বললেও চলে। সত্য বলতে কি, সরকারী অফিসের একজন পিয়ন-আর্দালীও যা পায়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার পাপে পাপী (?) একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক সর্বসাকুল্যে তার অর্ধেকও পান না। চাকরি শেষে অসহায় বৃদ্ধ বয়সে সীমাহীন দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে নিয়ে খালি হাতে একজন বেসরকারী শিক্ষকের বাড়ী ফিরে আসার বাস্তব চিত্রটা যে কত করুণ ও বেদনাদায়কতা ঐ শিক্ষকের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশ শাসনের রাজ-সিংহাসনে সমাসীন ভাগ্যবান মানুষরা উপলব্ধি করতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন হলো- শিক্ষকদের এই করুণ দুর্দশার জন্য দায়ী কে ? আমাদের প্রত্যেক সরকারই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার কথা বলেন, জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য বেশী অর্থ বরাদ্দ করেন, শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত করেন; কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠলেই জাতীয় বাজেট নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণটা কি ? দোষটা কার ? সরকারের, না অন্য কারও ? আমাদের পাশেই সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশে শিক্ষা বা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সম্ভব হয় না কেন ?